দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... MAR 07 2000...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# মফস্বলের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে নকল প্রবণতা বেশি যে কারণে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

এসএসসি পরীক্ষায় মফস্বলের কেন্দ্রগুলোতে নকলের ব্যাপকতার প্রধান কারণ 'নিম্নমানের শিক্ষার বিপরীতে উচ্চমানের বা অধিকহারে পাসের আকাঙ্ক্ষা।' এ ছাড়াও অভিভাবকদের অসচেতনতা, কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি, রাজনৈতিক প্রভাব এবং কোথাও কোথাও ম্যাজিস্ট্রেটের অপ্রতুলতার কারণে নকলের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে খোঁজখবর নিয়ে এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে এসব তথ্য।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, মফস্বলের অধিকাংশ স্কুলের শিক্ষার মান খুব নিচু এবং এর প্রধান কারণ হচ্ছে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। সাধারণত বেসরকারী স্কুলগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ করা হয় ডোনেশনের ভিত্তিতে। যে বেশি

(১১= পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

(প্রথম পাতার পর)

## মফস্বলের পরীক্ষা

টাকা দিতে পারে তাকেই নিয়োগ দেয়া হয়। তা ছাড়া মফস্বলের বেসরকারী স্কুলগুলোতে স্বল্প বেতনের বাইরে আর কোন সুযোগ-সুবিধা নেই। এ কারণে মেধাবী ছাত্ররা এ পেশায় আসছে না। ফলে পড়াশোনার মানও খারাপ হয়। এসব স্কুলে যারা পড়াশোনা করে তাদের অধিকাংশই আসে অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত পরিবার থেকে। এ কারণে ভাল পড়াশোনার জন্য পরিবার থেকেও তেমন চাপ থাকে না। অর্থাৎ অভিভাবকদের লক্ষ্য থাকে, 'কোন মতে সন্তান পাস করলেই হলো, ভাল ছাত্র হবার দরকার নেই।' অন্যদিকে স্কুলের সুনাম রক্ষার জন্য কোন কোন স্কুলের কর্তৃপক্ষও ছাত্রদের নকলে উৎসাহ দিয়ে থাকে বা নীরবে সমর্থন দেয়। পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের উপায় খুঁজে বের করার জন্য গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি এ যাবত দেশের বিভিন্ন স্থান সরজমিনে সফর করে বাস্তব পরিস্থিতির ওপর সমীক্ষা চালিয়েছে। সাব কমিটির আহ্বায়ক হুইপ উপাধ্যক্ষ আব্দুশ শহীদ 'মফস্বলের কেন্দ্রগুলোতে নকলের আধিক্য কেন' এই প্রশ্নের জবাবে জনকণ্ঠকে বলেন, মাঠ পর্যায়ে সফর এবং সংশ্লিষ্ট মহলগুলোর সঙ্গে মতবিনিময় করে যেটা জানা গেছে, তা হলো, 'মফস্বলের অধিকাংশ স্কুলের শিক্ষার নিম্ন মান।' শহরের স্কুলগুলোতে যেমন পড়াশোনা হয় মফস্বলের বেসরকারী স্কুলগুলোতে ততটা হয় না। এরও অবশ্য অনেক বাস্তব কারণ রয়েছে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপকহারে শিক্ষকতার পেশায় আনা সম্ভব হলে নকলপ্রবণতা অনেক কমে যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। উপাধ্যক্ষ আব্দুশ শহীদ জানান, মার্চ মাসের মধ্যেই সাব কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপন করা হবে।

মফস্বলের স্কুলগুলোতে অধিক হারে নকলের কারণ সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির বিএনপি দলীয় সদস্য মসিউর রহমান বলেন, শিক্ষকদের যোগ্যতার ঘাটতিই মফস্বলের কেন্দ্রগুলোতে নকলের অন্যতম কারণ। এ ছাড়া পাসের হার বেশি দেখানোর জন্য কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুকৌশলে নকলকে উৎসাহিত করে থাকে। কোথাও কোথাও নকল মহোৎসবের পেছনে প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদেরও 'কৃতিত্বপূর্ণ অবদান' রয়েছে। খুলনা থেকে শরিফুজ্জামান পিন্টু সরেজমিন খোঁজ-খবর নিয়ে জানিয়েছেন, সেখানে থানা পর্যায়ে কয়েকটি স্কুলে (একই সঙ্গে কেন্দ্র) প্রতিবছরই পাসের হার অনেক বেশি দেখা যায়। এ কারণে এসব স্কুলের প্রতি ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের আগ্রহও থাকে বেশি। তাদের এই আগ্রহকে পুঁজি করে স্কুল কর্তৃপক্ষ নকলের সুযোগ করে দিয়ে থাকে। কারণ ছাত্র যত বেশি হবে আয়ের পরিমাণও তত বাড়বে। এ ছাড়া গ্রাম পর্যায়ের কোন কোন স্কুল এমপিওভুক্তির শর্ত রক্ষার তাগিদ থেকেও প্রয়োজনীয়সংখ্যক ছাত্র পাস করানোর চেষ্টা চালায়। এর ফলেও তৈরি হয় নকলপ্রবণতা।

গাজীপুর থেকে মোস্তাফিজুর রহমান টিটু জানান, কয়েকটি কেন্দ্রে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, শহরের (রাজধানীসহ) খারাপ ছাত্রদের অনেকেই ভাল ফল করার জন্য গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করায়। স্কুল কর্তৃপক্ষ এসব ছাত্রের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে থাকে বিধায় তাদের পাস নিশ্চিত করার কাজেও সহযোগিতা দিয়ে থাকে। প্রয়োজনে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তির সঙ্গেও লেনদেনের ভিত্তিতে সমঝোতা তৈরি করা হয়। এ ছাড়া গাজীপুর জেলার কোন কোন কেন্দ্রে দু'এক রাজনৈতিক নেতাকে প্রভাব খাটাতে দেখা গেছে। একটি কেন্দ্রে দেখা গেছে, স্থানীয় এক সাবেক ছাত্রনেতা নিজেই নকল সরবরাহের কাজটি করছেন।

সব মিলিয়ে মফস্বলের বেসরকারী স্কুলগুলোর শিক্ষার মান বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন জন। তাঁদের মতে শিক্ষার মান বাড়াতে হলে মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষকতায় আনতে হবে। আর এজন্য শিক্ষকতা পেশাকে সব দিক থেকেই আকর্ষণীয় করে তোলা আবশ্যক। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেরকম কোন কার্যকর উদ্যোগ দেখা না যাওয়ায় বিষয়টি সুদূরপরাহত বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন।